JAN.

পাঠকের প্রতিক্রিয়া

শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়ের এমন লেখা সাজে না

ড. মুহম্মদ জাফর ইকবালের 'নতুন বিশ্ববিদ্যালয় : নতুন আশা' শীর্ষক নিবন্ধের (২৩ অক্টোবর ২০০০ *প্রথম আলোয়* প্রকাশিত) ওপর মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর প্রতিক্রিয়া প্রথম আলোয় প্রকাশিত হয় ২৪ ডিসেম্বর ২০০০ সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায়। তাদের উভয়ের বক্তব্যের বিষয়বস্তুর ভিন্নতা থাকতেই পারে, সে নিয়ে বক্তব্য রাখতে চাই না। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দুটো বক্তব্যে বিস্মিত ও পীড়িত অনুভব করেছি, তাই এখানে বক্তব্য রাখছি।

প্রথমত, 'যেহেতু *প্রথম আলো* আমি নিয়মিত পড়ি না তাই বেশ দেরিতেই এ লেখাটি আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছে।' মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের উপক্রমনিকায় এ বক্তব্যে খানিকটা হোঁচট খেয়েছি এজন্য যে, পত্রিকা সমাজ ও সময়ের দর্পণ। সরকারিভাবে মন্ত্রী মহোদয়গণের উল্লেখযোগ্য পত্রিকাসমূহ পাওয়ার কথা। জনগণের সঙ্গে দূরত্ব ঘোচানোর জন্য পত্রিকা পাঠই সফল মাধ্যম। অথচ বস্তুনিষ্ঠ ও জাতীয় অন্যতম একটা প্রধান দৈনিক মন্ত্রী মহোদয় নিয়মিত পড়েন না! আসলে ফাইল/নোটের মাধ্যমেই তিনি বিষয়টি অবগত হয়ে থাকবেন—সে জন্যই এত বিলম্বে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ এবং সে প্রকাশ বেশ ক্রুদ্ধতার সঙ্গেই তিনি করেছেন। এই ক্রুদ্ধতা জনগণের সঙ্গে দূরত্ব থেকেই সৃষ্টি হয়ে থাকবে।

মুহম্মদ জাফর ইকবাল একজন স্বনামখ্যাত জনপ্রিয় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক। বাংলাদেশের এলিট শ্রেণী ও কিশোর তরুণদের কাছে তিনি সমসাময়িক বিষয়ে বিবেকবান যুক্তিনিষ্ঠ লেখক হিসেবে পরিচিত। তার সায়েন্স ফিকশন স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীদের তথা বর্তমান প্রজন্মের কাছে খুবই জনপ্রিয় এবং ঘরে ঘরে সমাদৃত। মুহম্মদ জাফর ইকবাল এই তরুণ প্রজন্মের কাছে প্রবাদতুল্য নাম। অথচ মন্ত্রী মহোদয় মুহম্মদ জাফর ইকবালের বক্তব্যের কোনো অংশের সঙ্গে একমত না হতে পেরে লিখছেন, 'তিনি আবার নিজেকে শিক্ষক বলে পরিচয় দেন।' এ কেমন কথা! তিনি যদি সে সত্য পরিচয় দিয়েও থাকেন (পাঠক হিসেবে তেমন অহমিকা জাফর ইকবালের কোথাও কোনো লেখায় দেখিনি) তা কি অপরাধ কিছু, না লুকানোর কিছু? আমলাতান্ত্রিক মনমানসিকতায় ধমকের সুর বলেই বরং এ মন্তব্য প্রতীয়মান হয়। আচরণ ও বক্তব্যে বিনয়ী হওয়াটা আমাদের সংস্কৃতিগত নয় বলে আমার কখনো কখনো মনে হয়। আর কর্তাব্যক্তি কিংবা নির্বাহী দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি হলে বিনয়ী হওয়ার যেন সুযোগ নেই।

মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আমলাজীবন সমাপনান্তে রাজনীতিক হয়েছেন এবং তিনি যে বলেছেন, বঙ্গবন্ধু রাজনীতিকে মহিমান্বিত করেছেন—এ বক্তব্যে দ্বিমত না করেও বলা যায়, রাজনীতিকদের ব্যর্থতাই আমাদের যথাযথ অগ্রগতি না হওয়া কিংবা স্বাধীনতার অন্যতম চেতনাসমূহের পূর্ণতা না পাওয়ার কারণ। এমন কিছু (রাজনীতিকদের ব্যর্থতা) যদি কোনো শিক্ষক মন্ত্রী মহোদয়ের সঙ্গে মিলিত কোনো সভায় উচ্চারণ করেও থাকেন, খুব অসঙ্গত কিছু বলে ফেলেছিলেন—সাধারণ পাঠক তা মনে করবে না বরং মনে হয়েছে মন্ত্রী মহোদয়ের উষ্মার প্রেক্ষিতেই তাকে ওই সভায় তার বক্তব্যের জন্য দুঃখ প্রকাশ করতে হয়েছে অপ্রিয় সত্যটি মুখের ওপর বলার সৎ সাহসের জন্য। মুহম্মদ জাফর ইকবালের প্রতি মন্ত্রী মহোদয়ের উষ্মাপূর্ণ বক্তব্য ও তাচ্ছিল্য মনোভাবে মুহম্মদ জাফর ইকবাল কোনোভাবেই খাটো হননি—প্রতিক্রিয়াটি বারবার পড়ে তা-ই মনে হয়েছে। নতুন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ নিয়ে কিছু ব্যর্থতা, কিছু অপূর্ণাঙ্গতা ড. জাফর ইকবাল তার নিবন্ধে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন, পাঠকের কাছে তা যথার্থ বলেই প্রতীয়মান হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে একজন বরেণ্য শিক্ষাবিদ থাকলে এ দ্বন্দ্বের উদ্ভব হতো না।

ড. শামসুল আলম মোহন
তেজগাঁও, ঢাকা।